বৈদ্যনাথ দে প্রযোজিত...দে প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন

সহচারিণী

পরিচালনা

সুশীল মজুমদার

॥ বৈদ্যনাথ দে প্রযোজিত ॥

দে প্রোডাকসন্ (প্রাইভেট) লিমিটেড এর দ্বিতীয় নিবেদন

সিক্কারিনী

পরিচালনা ॥ সুশীল মজুমদার

কাহিনী ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রনাট্য ॥ বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

নেপথ্য কণ্ঠ ॥ সুমিত্রা সেন। প্রতিমা মুখোপাধ্যায়।
দিপালী ঘোষদস্তিদার। মিনতি সরকার।

॥ রূপায়ণে ॥

কণিকা মজুমদার। বসন্ত চৌধুরী। লিলি চক্রবর্তী। শোভেন লাহিড়ী। পাহাড়ী সান্যাল। বিকাশ রায়। ছায়া দেবী। নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। অজিত চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। পারিজাত বসু। গুপী দে। মৌলিনাথ শাস্ত্রী। হীরালাল। প্রীতি মজুমদার। কালিপদ দে। মদন গাঙ্গুলী। সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়। সুজাতা দে। দুর্গা দে। শান্তা দেবী। কৃষ্ণা চৌধুরী। বুলু ভট্টাচার্য। সুদীপ্তা সাহা। ঋতা দাস। মীরা রায়। শৈলবালা। বেবি পিঙ্কি। শম্ভুনাথ দে। সুশীল রায়। উপমন্যু, বুবি, বিমল, মৃণাল, জগদীশ, মাঃ বাবলু।

সঙ্গীত : কালিপদ সেন, গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, আলোকচিত্রশিল্পী : বিমল মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত তত্ত্বাবধান : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র, সম্পাদনা : সুবোধ রায়, গঙ্গাধর নস্কর, শব্দ-গ্রহণ : সুশীল সরকার, শব্দপুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ, কর্মসচিব : অধীর রায়চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা : টি, সি, বর্মণ, প্রলয় দত্ত, রূপসজ্জা : মদন পাঠক, দৃশ্যপট তত্ত্বাবধান : কালো দাস, দৃশ্যপট অঙ্কন : কবি দাসগুপ্ত পরিচয়পত্রলিখন : শচীন ভট্টাচার্য, প্রচার : দেবকুমার বসু, স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ,

সহকারী পরিচালনা ॥ ননী মজুমদার। রণজিৎ বিশ্বাস। নিত্য কর।

॥ সহযোগী কলাকুশলী ॥

চিত্রগ্রহণে : দীপক দাস, অমূল্য দত্ত, অশোক দাস, শিল্পনির্দেশনায় : সূর্য চট্টোপাধ্যায়, বৃদ্ধ ঘোষ, শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন, শৈলেন পাল, শব্দপুণর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় রূপসজ্জায় : সত্যেন ঘোষ, সাজসজ্জা : কার্তিক লস্কা, সম্পাদনায় : বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যবস্থাপনায় : সতীশ দাস।

আলোক সম্পাতে ॥ কেষ্ট দাস। ব্রজেন দাস। মঙ্গল সেন। রামখেলন বেনু ধর। দুখিরাম নস্কর। জগন ভগত।

নিউথিয়েটার্স ষ্টুডিওতে 'রীভস্' শব্দ-যন্ত্রে ও 'মিচেল' ক্যামেরায় গৃহীত। আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত এবং ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দ-প্রণালীতে শব্দ পুনর্যোজিত।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

অমূল্যচরণ গুঁই। তপন ভট্টাচার্য। হিন্দি প্রচারক পুস্তকালয়। মি,ডি, ইণ্ডাষ্ট্রিজ। নন্দী ব্রাদার্স। জগদীশ ভট্টাচার্য্য। চিত্তরঞ্জন অধিকারী। ইন্দ্রজিত খান্না।

পরিবেশক ॥ মুভিমায়া (প্রাইভেট) লিমিটেড

কাহিনী

কাহিনীর সুরু কাশীতে।

স্নান করতে এসে ধনীগৃহিনী অন্নপূর্ণা দেখলেন —মা গায়ত্রীর সঙ্গে সদ্যস্নাতা গার্গীকে। কর্মচারী মাধবকে ডেকে অন্নপূর্ণা বললেন—"খোঁজ নাও মেয়েটি কে? যদি বামুন হয় আমার দীনেশের সঙ্গে দিব্যি মানাবে"। খোঁজ নিতে হলো না। পরদিন তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরে মা আর মেয়ের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল অন্নপূর্ণার। গায়ত্রীর কথা অনুসারে পরদিন গেলেন তাদের বাড়ীতে, এবং গার্গীর বাবা আশুভোলা হেডমাষ্টার সান্যাল মশায়ের কাছ থেকে কথা আদায় ক'রে বাড়ী ফিরলেন তিনি।

দীনেশের বিরাট ব্যবসা। বাপের রেখে যাওয়া লোহার দোকানে বসে সে। ব্যবসা বোঝে, কিন্তু লেখাপড়া বোঝে না—বিশেষ করে মেয়েদের। এই নিয়ে তার উকিল বন্ধু মন্মথের সঙ্গে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। মন্মথর স্ত্রী শিক্ষিতা। দীনেশ বলে—আর যাই করি, তোমার মত পণ্ডিত বউ ঘরে আনবো না এটা ঠিক জেনো। এমন সময় মায়ের টেলিগ্রাম এল। বিয়ে স্থির।

বিয়ে হ'ল। বিদুষী গার্গী ফুলশয্যার রাত্রে চোখ মেলে দেখলো স্বামী সারা রাত্তির লোহার দোকানের হিসাব কষলো। অতবড় বিরাট বাড়ীতে একা একা নিঃসঙ্গ দিন কাটে গার্গীর। গোটা বাড়ীটায় পুরোনো পঞ্জিকা ছাড়া পড়বার কোন বই নেই। ভাগ্যের বিধানের সঙ্গে সমতা রাখবার চেষ্টা করে গার্গী। সেদিন ছিল লক্ষ্মী পূজা। অনেক বেলা অবধি পুরোহিত আসেনি দেখে—গার্গী শাশুড়ীকেই পুজোটা সেরে নিতে বললো এবং নিজেই পদ্ধতি ও মন্ত্র শাশুড়ীকে বলে দিতে লাগলো। কখন যে স্বামী তাঁর স্কুলের পণ্ডিত বাচস্পতি মশায়কে নিয়ে হাজির হয়েছেন খেয়াল করেনি। বাচস্পতি গার্গীর মুখের সংস্কৃত উচ্চারণ

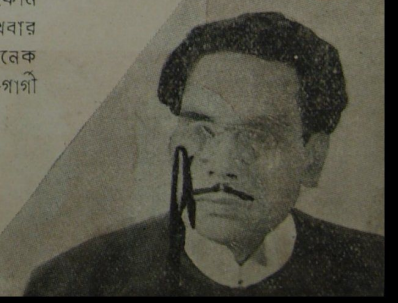

শুনে বললেন—এতো বানরের গলায় মুক্তোর হার হয়েছে! এ ব্যাটার কোনদিন নর শব্দের রূপ মুখস্থ হল না। ওকে একটু পড়িয়ে মানুষ করোতো মা!

সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হ'ল এইখানে। দীনেশ গেল চটে। রাগের জ্বালায় সে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। গার্গী সময় কাটাবার জন্য বিচিত্রার একটা গল্প প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। সে হ'ল প্রথম। সেই ছাপা গল্প নিয়ে মন্মথ ছুটে এল দোকানে,—দীনেশকে তার স্ত্রী ভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে। কাগজখানা হাতের মুঠোয় দুমড়ে নিয়ে দীনেশ এল বাড়ীতে। স্ত্রীকে অকথ্য অপমান করে বললো—আজই রাত্রের গাড়ীতে কাশী চলে যাও। আমার বাড়ীতে জায়গা হবেনা তোমার। গার্গী তার জীবন দেবতার বিধানকে মেনে নিয়ে বললো—আমায় তাড়িয়ে দিও না। আজ থেকে আমি ভুলে যাব যে আমি লেখাপড়া জানি।

এরপরেই এলো সন্তান। ফুটফুটে ছেলে। শুভো তার নাম। সন্তানের জননী হয়ে গার্গী যেন তার পায়ের নীচে মাটি অনুভব করলো। দিন চলে যেতে লাগলো। অন্নপূর্ণা, সান্যাল মশায় একে একে চলে গেলেন। শুভো ম্যাট্রিক পাশ করলো প্রথম হ'য়ে। দ্বিতীয় হলো মন্মথর মেয়ে সুলতা। গভীর বন্ধুত্ব দুজনের। এই উপলক্ষে উৎসব হ'ল। আবার বাধলো মতবিরোধ। দীনেশ চায় শুভো তার সঙ্গে দোকানে বেরোক গার্গী বলে—না। কথায় কথায় কথা বাড়ে। গার্গী বলে—তুমি যদি এরকম করো, তাহলে শুভোকে নিয়ে আমি বেরিয়ে যাব। তাই যাও, বলে চীৎকার করতে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেল দীনেশ।

ব্লাডপ্রেশারের রোগী সে বরাবরই। ডাক্তার এসে বললেন আর্টারী ছিঁড়ে গেছে। দুর্ঘটনা ঘটল সংসারে।

শুভো সুলতার প্রেম গভীরতর পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল। শুভো চায় সুলতাকে বিয়ে করতে। সুলতা বলে—কেন বৃথা চেষ্টা করছো, তুমি ব্রাহ্মণ, আমি বৈদ্য। জেঠিমা মত দেবেন না।

প্রেম বাড়ে, জেদও বাড়ে। মন্মথরও এ বিয়েতে মত নেই। মৃত বন্ধুর মর্য্যাদা রাখতে চায় সে। একদিন গভীর রাত্রে এই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সুলতা চলে গেল তার বান্ধবীর কাছে থাকতে মানিকতলায়।

শুভোর অনুরোধের উত্তরে গার্গী বললো—না। তা হয় না। হতেই হবে মা। বললো শুভো। গার্গীর গলা চড়লো। ছেলেকে কঠিন গলায় বললো—তা'হলে এ বাড়ীর তোমার জন্যে বন্ধ হ'য়ে যাবে। তাতেও আমি ভয় পাইনে মা। সুলতাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হবে। এই কথা বলে শুভো বাড়ী থেকে চলে গেল।

গোঁড়া স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গার্গীও এক সময় কখন গোঁড়া হ'য়ে গেছে। ছেলের কাছ থেকে এই আঘাতের পর এল তার আত্মবিশ্লেষণের পালা। তারপর এক সময় সেই রাত্রেই দুরন্ত জলঝড় মাথায় করে সেও বেরোলো বাড়ী থেকে। কিন্তু কেন? আপন সংস্কারকে দগ্ধ করতে, না—নতুন দিনের ছেলে মেয়ের জন্য নববিধান সৃষ্টি করতে?

সঙ্গীত

গার্গীর গান ঃ (রবীন্দ্র সঙ্গীত)

দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে ॥
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি—
মরণ রূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে।
যেমন ক'রে দাওনা দেখা তোমারে নাহি ডরিব হে ॥
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে বাজুক তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে বেদনা তাহা জানাক মোরে—
চাবনা কিছু, কবনা কথা, চাহিয়া রব বদনে হে ॥

সুলতার গান ঃ (রবীন্দ্র সঙ্গীত)

অনেক কথা যাও সে ব'লে কোনো কথা না বলি।
তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি ॥
যে আছে মম গভীর প্রাণে ভেদিবে তারে
হাসির বানে;
চকিতে চাহ মুখের পানে তু মি যে কুতূহলী।
তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া যাই চলি ॥
আমার চোখে যে চাওয়াখানি ধোয়া সে আঁখিলোরে—
তোমারে আমি দেখিতে পাই তুমি না পাও মোরে।
তোমার মনে কুয়াশা আছে, আপনি ঢাকা
আপন কাছে—
নিজের অগোচরেই পাছে আমারে যাও ছলি
তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া যাই চলি ॥

গার্গীর গান ঃ (কথা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার)

রাই যদি তার চরণে নূপুর বাঁধিতে চায়
সে নূপুর কেন শৃঙ্খল হ'য়ে বেজে উঠে তার পায়
যদি ভ্রমরকৃষ্ণ কাজলের রেখা আঁকি
সুচারু স্বপ্নে ভরে শ্রীমতীর আঁখি
অশ্রু শাওনে বারে বারে
সে কাজল মুছে যায়
সে নূপুর কেন শৃঙ্খল হয়ে বেজে ওঠে তার পায়
যদি পূর্ণ শশীর মধু পূর্ণিমা বিগলিত হ'য়ে ঝরে
সেও কেন হায় কৃষ্ণ জলদে ভরে
যদি যমুনার কূলে বেজে ওঠে তার বাঁশী
যদি ভাবে রাই তারে আমি দেখে আসি
বন্দিনী হ'য়ে বিনোদিনী শুধু কাঁদে আজ বেদনায়

শিশু শুভো ও সুলতার গান ঃ (রবীন্দ্র সঙ্গীত)

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মান।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয় ॥

সুলতা ও শুভোর গান ঃ (রবীন্দ্র সঙ্গীত)

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ ॥
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেম পদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুনাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূণ্য ॥

॥ সংস্কৃত ॥

(১)

'শাশ্ব শাশ্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতী সুত
অলং নাম সহস্রেন পঠস্বৈমং স্তবং শুভম্
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রানি শুভানি চ
তানিতে কীর্ত্তয়িষ্যামি স্রস্থা বৎসাবধারয়।'

(২)

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে বাচি
প্রতিষ্ঠিতম্।
আবিরাবীর্ম এধি, বেদস্যম্ আনীস্থঃ শ্রুতং মে মা
প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রাণ সংদধামি।

(৩)

চতুর্বর্ণময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগমঃ।

(৪)

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যুর্মা মৃতংগময়ঃ
আবিরীর্মএধি রুদ্রযত্তে দক্ষিণং মুখম্
তেন মাম পাহি নিত্যম্।

(৫)

বরমসিধারা তরুতলে বাস
বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাস
বরমপি ঘোরে নরকে মরণম্
ন চ ধনগর্ব্বিত বান্ধব শরণম্।

সুচিত্রা সেন

অভিনীত

বৈদ্যনাথ দে

প্রযোজিত

দে প্রোডাকসন্সের তৃতীয় নিবেদন

পরিণয়

কাহিনী

শৈলেন রায়

মুভীমায়া প্রাঃ লিমিটেডের আগামী ছবি

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা ॥ দেবকুমার বসু

মুদ্রণে ॥ কিরণ প্রিন্টার্স হাওড়া ।